বাংলাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

প্রতিনিধি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হল থেকে এক শিক্ষার্থীকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পথে মৃত্যু হয়।

ওই শিক্ষার্থীর নাম রোকেয়া খাতুন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি লালমনিরহাটের আদিতমারী থানার নায়েকঘর গ্রামে। রোকেয়ার মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

শামসুন নাহার হলে রোকেয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় প্রথম দেখতে পান তাঁরই এক সহপাঠী। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, বিকেল চারটার দিকে হলের অতিথিকক্ষ থেকে রোকেয়ার স্বামী তাঁর মুঠোফোনে কল করেন। জানান, তিনি রোকেয়ার মুঠোফোন বন্ধ পাচ্ছেন। এরপর তাঁর সঙ্গে রোকেয়ার যোগাযোগ করিয়ে দিতে বলেন।

রোকেয়ার ওই সহপাঠী শামসুন নাহার হলের তৃতীয় তলায় থাকেন। তিনি বলেন, রোকেয়ার স্বামীর ফোন পেয়ে তিনি হলের ২১০ নম্বর কক্ষে যান। সেখানে গিয়ে রোকেয়াকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।

রোকেয়ার স্বামী কাউসার আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, তিনি ঢাকার একটি কলেজে স্নাতক তৃতীয় বর্ষে পড়েন। দুই বছর আগে পরিবারকে না জানিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন। গত বুধবার রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। বৃহস্পতিবার একসঙ্গে ইফতার করেন। তবে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে রোকেয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি।

রোকেয়ার মৃত্যুর বিষয়ে জানতে চাইলে কাউসার আহমেদ বলেন, রোকেয়া পড়াশোনায় মনোযোগী ছিলেন। গত মাসে তাঁর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা ছিল। তবে অসুস্থতার কারণে ওই পরীক্ষা দিতে পারেননি। এ হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন।

এদিকে রোকেয়াকে উদ্ধারের পর প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। জানতে চাইলে সেখানকার দায়িত্বরত চিকিৎসক আইরিন পারভীন প্রথম আলোকে বলেন, বিকেল পাঁচটার দিকে রোকেয়াকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রোকেয়ার মরদেহ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিরীণ আখতার, প্রক্টর নূরুল আজিম সিকদার, শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ রকিবা নবী, ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চৌধুরী আমীর মোহাম্মদ মুছাসহ সহকারী প্রক্টর ও আবাসিক শিক্ষকেরা।

এ ঘটনা নিয়ে প্রক্টর নূরুল আজিম সিকদার ও শামসুন নাহার হলের প্রাধ্যক্ষ রকিবা নবী প্রথম আলোকে বলেন, ওই ছাত্রীর বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্য ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছেন।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২৩ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.